দৈনিক ইত্তেফা

তারিখ 17 JAN 2003
কলাম

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট

দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ চরম আর্থিক সংকটে পতিত হইয়াছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ১৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। প্রতি বৎসর এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পাইয়া এহেন আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে। তথ্যসূত্রে জানা যায়, ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেট ছিল ২৯৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ব্যয় হয় ৩১৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব উৎস হইতে ২৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু কমিশনের সহিত পরামর্শ বা বাজেট অনুমোদন ব্যতিরেকে বর্ধিত অর্থ ব্যয় করায় এই সংকট দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্য উদঘাটিত হয়। গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকের তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

বলিতে দ্বিধা নাই সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা ও শিক্ষার পরিবেশ দিনে দিনে আরও অবনতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্র রাজনীতিজনিত দলাদলি, কোন্দল ও সহিংসতা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলির ললাটে কালিমা লেপন করিয়াছে বলিলে যথার্থ বলা হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারকল্পে ৪৬ সদস্যের একটি জাতীয় শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি অবশ্য ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ ও শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করায় সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। এই রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণ করার বিষয়ে মতদ্বৈধতা থাকিলেও একথা বলা সমীচীন যে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চাইতে শিক্ষাঙ্গনে টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, হলদখল, গোলাগুলি ইত্যাদি বন্ধ হওয়া উচিত। শিক্ষকগণেরও দলাদলি, দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি পরিহার করা একান্ত আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থাকায় শিক্ষাঙ্গনে মানব সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হইয়াছে। সত্যি বলিতে কি, আজ পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে ছাত্র বা শিক্ষকদের মধ্যে তেমন কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় নাই। এই অবস্থায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের মধ্যে একরূপ আস্থাহীনতার সৃষ্টি হইয়াছে। পাশাপাশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১০ গুণ বা ততোধিক শিক্ষা ব্যয় সত্ত্বেও অনেক ছাত্রই সময়ের অপচয় রোধকল্পে ঐ সকল শিক্ষায়তনে পড়ার আগ্রহ পোষণ করে। অবশ্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ছাড়া নিতান্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে। বলাবাহুল্য দুই একটি ছাড়া সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নত নয়।

দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একপ্রকার অরাজকতা চলিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খেয়াল-খুশিমত অধিক সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগের ফলে তাহাদের কর্মকাণ্ড বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাজেটের ৭২ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতার জন্য। বাকী ১৮ শতাংশ ব্যয় হয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্থিক ভারসাম্যহীনতার পরিচায়ক। এই অবস্থার অবসানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ৪ দফা সুপারিশ করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচন ও অপচয় রোধ করিতে হইবে। সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজস্ব উৎস হইতে আয় বৃদ্ধির কথাও বলা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতের খরচ ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে আদায় করাও মঞ্জুরী কমিশনের অন্যতম সুপারিশ। ইহা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সকল খাতে ভর্তুকি প্রদান পরিহারের বিষয়ও সুপারিশে উল্লেখ করা হইয়াছে। মূলতঃ এই সকল সুপারিশের লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক নীতিমালা অনুসরণ করিয়া শিক্ষা কার্যক্রম চালাইতে অনুপ্রাণিত করা।

আমরা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সত্যিকার মানব সম্পদ উন্নয়নের পীঠস্থান হিসাবে দেখিতে আগ্রহী। উচ্চশিক্ষার এই সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হইয়া উঠুক, ইহাই সকলের কাম্য। প্রতিটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়া আসুক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ পরিগ্রহ করুক সমগ্র জাতি তাহা আশা করে।